



পাণ্ডুয়ায় গৃহবধূকে
গলা কেটে
খুন প্রেমিকের



মহাত্মার মুখ
ঢাকা
নাংরা কাপড়ে



ইছামতীর
তীরে
বুলডোজার



জীবিত হয়েও
সরকারি
নথিতে মৃত

আট বছর পর মিলল যাবজ্জীবনের সাজা



সুপ্রভাত বাংলা: সুটকেসে ভরে রাখা হয়েছিল 'ব্যাঙ্ক বন্ধু' শিল্পা আগরওয়ালের টুকরো টুকরো করা পাচা গলা দেহ। সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে শিউরে উঠেছিল দুর্গাপুর, তেলপাড় হয়েছিল গোটা রাজ্য। ওই হত্যা মামলায় দীর্ঘ আট বছর পর সোমবার অভিযুক্ত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার রাজীব কুমারকে দোষী সাব্যস্ত করে দুর্গাপুর মহকুমা আদালত। এরপর তাকে মঙ্গলবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেন বিচারক। ঘটনার সূত্রপাত ২০১৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। ওইদিন সকালে দুর্গাপুরের বেনাচিত্রিত রূপালি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে একটি ফোন পায় পুলিশ। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়, লিফটের সামনে একটি পরিত্যক্ত সুটকেস পড়ে রয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ সুটকেসটি খুলতেই উদ্ধার হয় এক যুবতীর পচা গলা দেহ। পরে মৃত্যুর পরিচয় জানা যায়, তিনি বাঁকুড়ার মেজিয়ার বাসিন্দা শিল্পা আগরওয়াল (২৪)। তিনি স্টেট ব্যাঙ্কের মেজিয়া শাখায় 'ব্যাঙ্ক বন্ধু' হিসেবে কাজ করতেন। সেই শাখারই ম্যানেজার ছিলেন রাজীব কুমার। তদন্তে জানা যায়, ঘটনার কয়েক দিন আগে থেকেই নিখোঁজ ছিলেন শিল্পা। পরিবারের সঙ্গে শেষবার ফোনে কথা বলার পর থেকেই তাঁর আর কোনও খোঁজ মেলেনি। তদন্তের সূত্র ধরে পুলিশ রাজীব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তে অভিযোগ ওঠে, শিল্পাকে খুন করে একটি ফ্রিজে ভরে রাখা হয়েছিল। তারপর দেহ লোপাটের উদ্দেশ্যে সুটকেসে ভরে ফ্ল্যাট থেকে সরিয়ে ফেলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। মামলার তদন্তে ফরেনসিক রিপোর্ট, সাক্ষীদের বয়ান এবং একাধিক পরিস্থিতিগত প্রমাণ সংগ্রহ করে আদালতে পেশ করা হয়। ২১ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘ বিচারপর্বে প্রসিকিউশন পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমাণ ও পরিস্থিতিগত প্রমাণ খতিয়ে দেখে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত জেলা বিচারক (দ্বিতীয়) প্রশান্ত চৌধুরী সোমবার অভিযুক্ত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার রাজীব কুমারকে দোষী সাব্যস্ত করেন। মঙ্গলবার তার সাজা ঘোষণা হয়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ এবং অনাদায়ে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের সরকারি আইনজীবী দেবব্রত সাঁই বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলছিল। সমস্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে মহকুমা আদালত রায় দিল। অভিযুক্ত রাজীব কুমারকে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক। তারপর সাজা ঘোষণা হয়। খুনের দায়ে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অনাদায়ে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।" যদিও আদালতের এই রায়ে খুশি হয়নি নিহতের পরিবার। শিল্পার দাদা সন্দীপ আগরওয়াল বলেন, "আমরা চেয়েছিলাম ওই ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের ফাঁসির শাস্তি হোক। আমার বোনকে খুন করার পর আমরা সমস্ত কিছু হারিয়েছি।"

ইন্দিরা পেরেছিলেন, মমতার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়

সুপ্রভাত বাংলা: পুলক মিত্র হারের পর মাত্র ২ মাসও কাটেনি, গোটা তৃণমূল কংগ্রেস দলটাই প্রায় মমতা ব্যানার্জির হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে, ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই হাতছাড়া হয়েছে বেশ কিছু পুরসভা, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত। এক সময়ের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহযোগীরা একে একে প্রায় সবাই নেত্রীর সঙ্গে ছেড়েছেন। মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, মেয়র, চেয়ারপার্সন, যাঁরা একসময় তাঁকে ঘিরে থাকতেন, তাঁরা এখন প্রায় কেউই নেই। বিবি হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে কাকলি ঘোষদত্তদার, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীর্ঘদিনের ছায়াসঙ্গীরা এখন সবাই বিদ্রোহী শিবিরে। সিপিএম থেকে বিতাড়িত হয়ে তৃণমূলে আসা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এখন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। এখন কে আসল তৃণমূল, আর দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে দুই শিবিরে দড়ি টানাটানি চলছে দুই পক্ষই এখন নির্বাচন কমিশনের শরণাপন্ন। বলতে গেলে মমতা আজ রাজনৈতিকভাবে পুরোপুরি নিঃস্থ, নিঃসঙ্গ। তবে কি তাঁর 'রাজনৈতিক সন্ধ্যা' হয়ে গেল? তিনি কি আর কখনও ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন? কেউ কেউ মমতার বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর দুঃসময়েরও তুলনা টানছেন। ১৯৬৯-এ ইন্দিরাকে দলের নেতারা বহিষ্কার করেছিলেন। ১৯৭৭-এ নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি পর নতুন দলেও বিদ্রোহের মুখে পড়েছিলেন জহরলাল নেহরুর কন্যা। কিন্তু দু'বারই স্বমহিমায় ফিরে এসেছিলেন ইন্দিরা। এখন প্রশ্ন উঠেছে, ইন্দিরার মত মমতা কি পারবেন? এক কথায় উত্তর হল, কখনই নয়। মমতা আর ইন্দিরার মধ্যে অনেক তফাত রয়েছে। ইন্দিরার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছিল, তা ছিল রাজনৈতিক। ইন্দিরা ছিলেন স্বৈরাচারী। আর মমতার জমানায় পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ দুর্নীতি আর অনাচার হয়েছে, তা কখনও ঘটেনি। দলের নেতাদের ঘর থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার, চাকরি দুর্নীতি, দলের নেতাদের তোলাবাজি, গুডামি, পাড়ায় পাড়ায় শাহজাহান, জাহাঙ্গিরের মত নেতাদের অভ্যচার, বলতে গেলে মমতার মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে চরম অরাজকতার শিকার হয়েছেন বাংলার মানুষ। তাঁরই প্রশ্নয়ে বাংলা হয়ে উঠেছিল দুর্ভুগের মুজাফল। মুখ্যমন্ত্রী হয়েও এই দুর্ভুগের বিরুদ্ধে কখনও তাঁকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। দিনের পর দিন তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনীর হাতে চরম নির্যাতিত হয়েছেন বাংলার মানুষ। মমতার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত দুর্নীতির কোনও অভিযোগ এখনও পর্যন্ত সামনে না এলেও, তাঁর পরিবারের সদস্যদের 'অস্বাভাবিক সম্পদ বৃদ্ধি হল কী করে, যে অভিযোগ বরাবরই তুলে এসেছে সিপিএম। মৃতদেহ সংকারে জন্য 'সমবাণী' প্রকল্পে সরকারের দেওয়া ২০০০ টাকা শুরু করে প্রায় সমস্ত কল্যাণমূলক সরকারি প্রকল্পে দলের নেতারা কাটমানি আদায় করতেন। দুর্নীতির টাকায় দলের নেতারা প্রাণদেহের মত বাড়ি বানিয়েছেন। সব দেখেও মমতা ছিলেন নীরব দর্শক। যে

মমতাকে এতকাল বিশ্বাস করে এসেছেন, আর জি কাণ্ড সেই বিশ্বাসযোগ্যতায় বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল। আর জি কর হাসপাতালে যাবতীয় দুর্কর্মের যিনি মূল পাণ্ডা, সেই সন্দীপ ঘোষ সকালে চাপের মুখে ইস্তফা দিলেও, বিকালেই তাঁকে ন্যাশনাল মেডিক্যালের অধ্যক্ষ পদে বদলি করা হয়। মানুষ বুঝতে পারলেন, মমতা কাউকে বাঁচাতে চাইছেন। জরুরি অবস্থার পর ইন্দিরা প্রকাশ্যেই তাঁর ভুলের কথা স্বীকার করেছিলেন। জরুরি অবস্থার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে কথা বলেও, সে সময়ের সমস্ত ভুল ও বাড়াবাড়ির দায় পুরো নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু উদ্ধৃত, অহংকারী মমতাকে কখনও ভুল স্বীকার করতে দেখেননি রাজ্যের মানুষ। অনেকেই বলছেন, মমতা নন, সব কিছুর জন্য দায়ী অভিষেক। কে অভিষেক? বাংলার মানুষ তো অভিষেককে দেখে ভোট দেননি। সিপিএমের অপশাসকের বিরুদ্ধে তাঁরা মমতার ওপর বিশ্বাস রেখে ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলার মানুষের সেই বিশ্বাসকে পদদলিত করেছেন তৃণমূল নেত্রী। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই মমতার উত্থান। নিজের হাতে গড়া দলকে ধ্বংস করেছেন। মমতার মুখ ছাড়া তৃণমূলের একজন জনপ্রতিনিধিদেরও জেতার ক্ষমতা নেই। অথচ নেতাদের দুর্নীতি, অপকর্ম দেখে তিনি চুপ ছিলেন কেন? এলাকায় এলাকায় দুর্ভোগ মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুললেও, পুলিশ ছিল নীরব দর্শক। অর্থাৎ রাজধর্ম পালনে তিনি পুরোপুরি ব্যর্থ। এর পরিণতি হিসেবে বাংলার মানুষ এখন দেখছেন, তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষ। মমতার আজকের এই দুর্দিনের দায় তাঁর নিজেরই। তিনি কখনও কোনও ন্যায়নীতির ধার ধারেননি। ভোট ব্যাঙ্ক ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন সময়ে নানা ছলছাত্তুরির আশ্রয় নিলেও, এবার তা কাজে আসেনি। তাঁর ওপর বিশ্বাস হারিয়েছেন মানুষ, একসময় তাঁকে অন্ধের ভরসা করতেন। ব্যক্তিগত সুবিধাবাদ ছাড়া রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি কখনই ভাবেননি। শিক্ষা, চাকরি, শিল্প, সব কিছুই ধ্বংস করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস বলছে, একবার যাকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করে, তাকে ফিরিয়ে আনে না। ১৯৭৭-এ কংগ্রেসকে হারিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল সিপিএমের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট। ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে ২০১১তে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস। আর ২০২৬-এ বাংলার বাংলার শাসন ক্ষমতার দখল নিয়েছে বিজেপি। বড় কিছু না ঘটলে, আগামী ১০ বছর অন্তত বিজেপির ক্ষমতায় থাকা একরকম নিশ্চিত। ১৯৭৭-এ ইন্দিরার পতনের পর কেন্দ্রে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল, তার সূত্র ধরে মাত্র তিন বছরের মধ্যেই দিল্লির কুর্সিতে ফিরে আসতে পেরেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। পশ্চিমবঙ্গে সে ধরনের পরিস্থিতির সম্ভাবনা একবারে নেই বললেই চলে। তাঁর ওপর মমতার বিশ্বাসযোগ্যতা এখন একেবারে তলানিতে, যা ফিরে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন

জ্যোতি বসুকে স্মরণ করে চিকিৎসক দিবসে TMC-কে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর



সুপ্রভাত বাংলা: শঙ্কর হালদার: বিধানচন্দ্র রায়ের অবদানের কথা স্মরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, তেমনই রাজ্যের পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে তীব্র আক্রমণও শানালেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর একটি পুরনো মন্তব্য উদ্ধৃত করে বর্তমান স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর দুরবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার সন্টলেকের ময়ূখ ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কিংবদন্তি চিকিৎসক ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, বিধাননগর সাব-ডিভিশনাল হাসপাতালের নাম বদলে রাখা হল 'ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়'।

মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল।' জাতীয় চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রশাসনের একাধিক কর্তা উপস্থিত ছিলেন। সেই মঞ্চ থেকেই রাজ্যের পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও নীতি নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবহেলা, দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ উঠেছে। এদিনও সেই বিষয়কে উসকে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'বাংলায় এত অবহেলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা কাম্য ছিল না।' রাজ্যের প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের কাজকে শিক্ষণীয় করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর একাধিক বক্তব্যকে

নিজের ভিতরে আত্মস্থ করেছেন তিনি। বাংলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিধান রায়ের ভূমিকার কথাও এদিন স্মরণ করা হয়। সেই কথা নিজেই এদিন জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে রাজ্যের প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রসঙ্গও। চিকিৎসক দিবসে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর বলেছিলেন যেখানেই আমি হাত দিচ্ছি, দেখছি বিধানচন্দ্র রায় তা শুরু করে দিয়ে গিয়েছেন। আর আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সরকারের ধ্বংসলীলা।' তিনি শুধু বর্তমান পরিস্থিতির সমালোচনা করেননি, একই সঙ্গে পরোক্ষে তৃণমূল সরকারের দীর্ঘ শাসনকালকেও

কাঠগড়ায় তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, গত কয়েক বছরে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নের বদলে প্রশাসনিক অব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক বিভাজনই বেশি করে সামনে এসেছে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী প্রশ্ন তোলেন, 'রাজ্যের হাসপাতালে এই বেহাল দশা, এটা কি কাম্য ছিল?' তাঁর দাবি, বহু সরকারি হাসপাতালে এখনও পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়ে গিয়েছে। কোথাও চিকিৎসক সংকট, কোথাও শয্যার অভাব, আবার কোথাও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ঘাটতি সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়াত্ছে। বিজেপি আমলে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকাঠামোকে উন্নত করার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

গ্যাসের দাম এক ধাক্কায় ১৮৩ টাকা কমেছে



সুপ্রভাত বাংলা: দিল্লিতে এর খুচরো মূল্য কমিয়ে এক ধাক্কায় প্রায় ২০০ টাকা কমিয়ে দিয়েছে। জুলাই মাসের প্রথম দিনেই প্রতিটি ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের নতুন দাম ২,৯৩০ টাকা (দিল্লিতে) নির্ধারণ করেছে। বুধবার থেকে দিল্লিতে বাণিজ্যিক এলপিগ্যাস সিলিন্ডারের দাম ১৮৩.৫০ টাকা কমেছে। জুলাই মাসে ১৪.২ কেজির ডোমেস্টিক এলপিগ্যাস সিলিন্ডারের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। এদিন, ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিগ্যাস সিলিন্ডারের খুচরো মূল্য এক ধাক্কায় প্রায় ২০০ টাকা (১৮৩.৫০ টাকা) কমেছে। দিল্লি এবং লখনউয়ের মতো শহরগুলিতে বাণিজ্যিক এলপিগ্যাসের দাম ১৮৩.৫০ টাকা কমেছে। এই শহরগুলিতে সিলিন্ডারের দাম ৩,১১৩.৫০ টাকা থেকে কমে ২,৯৩০ টাকা হয়েছে। কলকাতায় একটি ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম প্রায় ১৭৪ টাকা কমেছে। এই দাম কমার ফলে কলকাতায় ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিগ্যাস সিলিন্ডারের দাম এখন ৩,২৫৫.৫০ টাকা থেকে দাম কমে ৩,০৭১.৫০ টাকা হয়েছে। এদিকে, চণ্ডীগড়, পটনায়, ১৯ কেজি এলপিগ্যাস সিলিন্ডারের দাম যথাক্রমে ১৮১.৫০ টাকা এবং ১৭৩ টাকা কমেছে। এর ফলে চণ্ডীগড়ে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম এখন ২,৯৫৪.৫০ টাকা এবং পটনায় ৩,২২৭ টাকা হয়েছে। জানুয়ারি মাসে তেল বিপণনকারী সংস্থাগুলি ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিগ্যাস সিলিন্ডারের দাম ১১১ টাকা বাড়িয়েছিল।

দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগের ভ্রুকুটি



সুপ্রভাত বাংলা: বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। ফলশ্রুতিপূর্ণ আগামী সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে অনুকূল আবহাওয়া পরিস্থিতির জেরে আগামী কয়েকদিন রাজাজুড়ে বৃষ্টি পরিস্থিতি অব্যাহত থাকার পূর্বাভাস। ইতিমধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশ মেঘলা। আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ বাংলাদেশের ওপর একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। এর প্রভাবে ৩ জুলাইয়ের কাছাকাছি উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা বর্তমানে পঞ্জাব থেকে উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। পাশাপাশি বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প গ্রবণে করায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফলে আগামী কয়েকদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলাজুড়ে বৃষ্টিপাত চলবে। মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে কাথিতে ১১ সেন্টিমিটার, লালগড় ও পূর্ব বর্ধমানে ১০ সেন্টিমিটার, বাঁকুড়া ও দুর্গাপুরে ৭ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আজ পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, নদিয়া ও হুগলিতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ৪ জুলাই শনিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে। ৫ জুলাই রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে এদিন।

সম্পাদকীয়

আমন্ত্রণে ভারতে আসছেন চীনা বিদেশমন্ত্রী

শ্রাবন কুমার বিশ্বকর্মা

এবার নতুন মোড় নিতে চলেছে? এই প্রশ্নই জোরালো হয়েছে সম্প্রতি। কারণ, শি জিনপিংয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথা চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই শীঘ্রই ভারত সফরে আসতে চলেছেন। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের আমন্ত্রণেই ভারতে আসছেন ওয়াং ই। এই সফরকে দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ২০২০ সালের গালওয়ান সংঘর্ষের পর ভারত-চীন সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছেছিল। সীমান্তে সেনা মোতায়েন বৃদ্ধি, বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ এবং কূটনৈতিক দৃঢ়ত্ব দুই দেশের সম্পর্কে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তবে গত দুই বছরে ধীরে ধীরে সংলাপের পথ খুলতে শুরু করেছে। বিশেষ করে সীমান্তে উত্তেজনা কমানো এবং সামরিক পর্যায়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। ওয়াং ই-র সফরে সীমান্ত সমস্যা, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং বহুপাক্ষিক মঞ্চে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কূটনৈতিক মহলের মতে, এই সফর শুধু আনুষ্ঠানিক বৈঠকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং ভবিষ্যতে উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক যোগাযোগের পথও তৈরি করতে পারে। গত কয়েক মাসে ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পর্কের বরফ গলার একাধিক ইঙ্গিত মিলেছে। দুই দেশ সীমান্তে শান্তি বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে। পাশাপাশি সরাসরি বিমান পরিষেবা পুনরায় চালু করা, ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করা

নেপালে আন্তর্জাতিক যোগা
চ্যাম্পিয়নশিপে বাজিমাত,
রূপো জয় শিলিগুড়ির
পলি গাঙ্গুলী

পূরপ্রভাত বাংলা:
কাঠমাণ্ডু: নেপালে
আয়োজিত ষষ্ঠ
আন্তর্জাতিক যোগা
চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এ
অভাবনীয় সাফল্য পেল
ভারত। ছাটি দেশের
প্রায় ৩০০ প্রতিযোগীর
এই মহাযুদ্ধে নজর
কাড়লেন শিলিগুড়ির
৫০ বছরের গৃহবধূ তথা
যোগা শিক্ষিকা পলি
গাঙ্গুলী। ৪০-৫০ বছর
বয়সি মহিলা বিভাগে
একাধিক দেশের
প্রতিযোগীদের পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে তিনি
দেশের পাশাপাশি বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। শুধু নিজে
নন, 'যোগা মন্দির' হেলথ কেয়ার সোসাইটি'-র এই বিশিষ্ট
শিক্ষিকার নেতৃত্বে ছয়জনের একটি দল নেপালে অংশ
নিয়োগেছিল। তাদের মধ্যে চারজনই বিভিন্ন বিভাগে খেতাব
জিতেছেন। সব মিলিয়ে ভারতের ৫৫ জনের প্রতিনিধি দলের
এই সাফল্য বেশ নজরকাড়া। নিজের এবং দলের এই
অসামান্য সাফল্যে উচ্ছ্বসিত পলি গাঙ্গুলী বলেন, "এই জয় শুধু
আমার নয়, আমার ছাত্রছাত্রী ও গোটা দেশের। বয়সের বাধা
পেরিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পদক জিততে পেরে আমি অত্যন্ত
গর্বিত। আগামী দিনে সমাজের আরও বেশি মানুষকে
যোগাভ্যাসের মাধ্যমে সুস্থ থাকার জন্য উৎসাহিত করতে
চাই।"

কারা পেলেন, কারা বাদ

মুপ্রভাত বাংলা: ১ কোটি ৬০ লক্ষ জন। এরমধ্যে ২৬ লক্ষ বাতিল করা হয়েছে। ১ কোটি ৩০ লক্ষের বেশি যোগ্য চিহ্নিত হয়েছেন। এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি আরও জানান, প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছে। একের পর এক প্রতিশ্রুতিতে সিলমোহর। ১ জুলাই থেকেই অল্পপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া শুরু করেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে ১ কোটি ৩৪ লক্ষের বেশি মহিলার অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গিয়েছে অল্পপূর্ণা যোজনার টাকা। ২৬ লক্ষ আবেদন বাতিল করা হয়েছে। এই আবেহে বুধবার লক্ষাতার নেতা জি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উপভোজ্যদের হাতে শংসাপত্র প্রদান অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আরও একবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যারা সঠিক উপভোজ্য তাদের অ্যাকাউন্টেই সরাসরি টাকা ঢুকবে।

চিকিৎসকদের কুর্নিশ জানিয়ে উলুবেড়িয়ায় মানবতার
মিছিল, উঠল স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের একাধিক দাবি

সুপ্রভাত বাংলা: অতীত মন্ডল, উল্লেখ্য: উল্লেখ্য্যায়
চিকিৎসকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আয়োজিত হল ব্যতিক্রমী 'মানবতার মিছিল'। রক্তদান ও সামাজিক আন্দোলনের সংগঠন রক্তকরবীর উদ্যোগে এবং কোর্সট বেসল ভলান্টিয়ার্স ব্রাড ডেনার্স সোসাইটির সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এবং কয়েকটিতে অংশ নেন খালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশু, ছোটগির পরিবার এবং হস্তশিল্পীরা।
মানবিক মানুষ মিছিলের সামনে ছিল খালাসেমিয়ায় আক্রান্ত ছোটগির শিশুরা। তারা হাতে থাকা প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল— "যাদের পরশে ও যত্নে ফেরে প্রাণ, কুসংস্কার নয়, জেনো তাদের শক্তি বিজ্ঞান।" এই বাবুর মাধ্যমে চিকিৎসকদের প্রতি সম্মান ও বিজ্ঞানের প্রতি আস্থার আহ্বান জানানো হয় উল্লেখ্য্যায় স্টেশন থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি শরৎচন্দ্র চৌধুরীয়ায় গর্ভনেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পর্যন্ত যায়। সেখানে পটোফো কর্তব্যের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে গোলাপ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা ও সম্মান জানানো হয়। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাবীরা রোগীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন রক্তকরবীর সংগঠকরা।
চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত নামা সমস্যার কথা শোনার পর তাঁরা মেডিক্যাল কলেজে এমনএসিটির র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়গুলি তুলে ধরেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে হাসপাতালের সমস্ত শূন্যপদে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, উল্লেখ্য্যায় ব্রাড সেন্টারে কম্পোনেন্ট সাপোর্টের চালু, দালালচক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা, খালাসেমিয়ায় আক্রান্তদের জন্য বিশেষ শিবিরের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শংসাপত্র প্রদান, হাসপাতালে কার্ডিয়াক সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স চালু এবং সব ধরনের রোগীর প্রয়োজনে ২৪ ঘণ্টা ব্রাড সেন্টারের পরিষেবা চালুর দাবি জানানো হয়।
আয়োজকদের মতে, এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং রোগীর পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও মানবিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করা।



মোদীকে আম-সन्দেশ উপহার



পূরুভাত বাংলা: প্রধানমন্ত্ৰীৰ বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই সাক্ষাত্ৰত
দময় সোথানে উপস্থিত ছিলেন দিলীপ ঘোষৰ জীৱিষ্ণু ও। প্রধানমন্ত্ৰীৰ
জন্য আম ও সন্দেধ উপহাৰ নিয়ে যান দিলীপ ও ৱিষ্ণু। প্রধানমন্ত্ৰীৰ
বাসভবনৰ সেই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গৰ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তৰৰ
কাজ আৰও গতিশীল ও কাৰ্যকৰ কৰাৰ লক্ষ্যে একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ
পৰামৰ্শ দেন প্রধানমন্ত্ৰী। বৈঠকে দিলীপ ঘোষ প্রধানমন্ত্ৰীকে জানান,
ৰাজ্যৰ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তৰে বৰ্তমানৈ প্ৰায় ১১ হাজাৰ পদ শূন্য
ৱায়েছে। এই বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ কীভাবে দ্ৰুত পূৰণ কৰা যায় এবং
প্ৰশাসনিক কাজকে কীভাবে আৰও দক্ষ কৰা সম্ভব, তা নিয়ে দুই নেতাৰ
মধ্যে বিস্তাৰিত আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্ৰী নৱেন্দ্ৰ মোদী নিজৰ গুজৰাটে
প্ৰশাসনিক অভিজ্ঞতাৰ প্ৰসঙ্গ তুলে ধৰে দিলীপ ঘোষকে একটি বিশেষজ্ঞ
দল গঠনৰ পৰামৰ্শ দেন। তঁাৰ মতে, দেশৰ একাধিক ৰাজ্যে পঞ্চায়েত
ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তৰ অত্যন্ত সফলভাবে কাজ কৰছে। এই সব ৰাজ্যে
বিশেষজ্ঞ দল পাঠিয়ে তাৰেদৰ কাজ পৰ্যবেক্ষণ এবং প্ৰশিক্ষণৰ বাবদ
বিশেষজ্ঞ দললৈ নয়, দিলীপ ঘোষকেও বৰ্জিতগতাবে বিভিন্ন ৰাজ্যে গিয়ে
উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ কাজ সৱেজমিনে দেখে তাৰাৰ পৰামৰ্শ দেন
প্ৰধানমন্ত্ৰী। প্রধানমন্ত্ৰীৰ সঙ্গে বৈঠকেৰ পাশাপাশি কেন্দ্ৰীয় অৰ্থমন্ত্ৰী
নিৰ্মলা সীতাৱামলৈৰ সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ কৰেন দিলীপ ঘোষ। বৈঠকে

অথৈ জলে অভিভূত

সুপ্রভাত বাংলা: বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ফের জরুরি শুনানির আবেদন ফের খারিজ করে দিলেন আজ । জুলাই মাসে মূল মামলার সঙ্গেই এই বিষয়ে শুনানি করবেন বলে জানিয়েছেন বিচারপতি । গত সপ্তাহেও আইনজীবী এই মামলার শুনানির আবেদন জানিয়েছিলেন । কিন্তু বিচারপতি তা গ্রহণ করেননি । আজ সোমবার সকালে ফের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উকানিমূলক মন্তব্য সংক্রান্ত মামলায় আদালত তাকে রক্ষাকবচ দিলেও বিদেশ যাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছে । সেই মামলাতেই নির্দেশ শিখিল করার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা । বিচারপতি জানান, আবেদন যাই হোক এখন শুনানি করা সম্ভব নয় । জুলাই মাসে এই মামলার শুনানি করবেন তিনি । অন্যদিকে, হৃণমূল কংগ্রেসের ফ্রিজ হওয়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চালু করার দাবিতে এদিন ফের মামলার শুনানির আবেদন করা হয় ।

অর্থমন্ত্রী জানান, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন খাতে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গকে ৫১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। এই খাতে বরাদ্দের নিরিখে দেশের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। রিপোর্টে দাবি, অর্থমন্ত্রী বৈঠকে আশ্বাস দেন, অয়ের অভাবে উন্নয়নমূলক কাজ যাতে কোনওভাবেই আটকে না থাকে, সে বিষয়ে কেন্দ্র সহযোগিতা করবে। পাশাপাশি দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন, তহবিলের ব্যবহার এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হয়। এদিন দিলীপ ঘোষ কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। যদিও সেই বৈঠকের বিস্তারিত এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। মন্ত্রী হওয়ার পর দিলীপ ঘোষের এই প্রথম দিল্লি সফরকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বিশেষ করে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কাজের গতি বাড়ানো, শূন্যপদ পূরণ এবং কেন্দ্র-রাজ্য সমঝদার বিষয়গুলি এই সফরে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবার দিল্লি সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই সাক্ষাতের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন দিলীপ ঘোষের স্ত্রী রিঙ্কু ও।

অথৈ জলে অভিষেকের বিদেশযাত্রা

আইনজীবী অভিষেক মনু সিংহ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যর
বেষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আজকেই জরুরি ভিত্তিতে শুনানির
আবেদন জানান। বিচারপতি মামলার কপি সব পক্ষকে সার্ভ
করতে নির্দেশ দেন। আজ বেলা ২টোর সময় শুনানি করা হতে
পারে প্রথমে জানালেও পরে বিচারপতি জানান, আগামিকাল
মঙ্গলবার শুনানি হবে। ২২ জুন দলের ব্যান্ড অ্যাকাউন্টের
লেনদেন চালু করাতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল
কংগ্রেস। দ্রুত শুনানি চেয়েছিল রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদল।
মামলা করা অনুমতি দিয়ে চলতি সপ্তাহেই সেটের শুনানির
সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। তবে
সেই মামলা দায়েরের আজ আট দিন পেরিয়ে গেলেও শুনানি
হয়নি। এই মামলার শুনানি ৩০ জুন মঙ্গলবার করা হবে বলে
জানিয়েছেন বিচারপতি।

অগ্নিসাক্ষী করে সাত পাকের বাঁধনও জরুরি রায় হাইকোর্টের

পুত্রভাত বাংলা: সাত পাকে বাঁধা পড়তে হয়, তবেই তাকে বিয়ে বলে বিবেচনা করা হবে। একটি মামলায় এমন রায় দিয়েছে গুজরাত হাইকোর্ট। গত ২৩ জুন আদালতের পর্যবেক্ষণ, ভৌগোলিক অবস্থান বা সংস্কৃতি বিভিন্নতা থাকতেই পারে। কিন্তু অগ্নিসাক্ষী করে সাত পাকে বাঁধা পড়ার মতো আচার-অনুষ্ঠান মানলে অর-কনের আত্মা শুদ্ধ হয়, তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। তখনই বিবাহ সম্পন্ন হয়। ব্রিটেনে বসবাসকারী কৌশল সানার বিয়ের মামলা নিয়ে আদালতের রায় শ্রদ্ধা হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, আমেদাবাদের এক মহিলা একটি বিয়ের গংসাপত্র দেখিয়ে দাবি করেছেন কৌশল তাঁর স্বামী। এদিকে তিনি ব্রিটেনে থাকেন এবং ওই মহিলার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। কোনও দিন তিনি ওই মহিলার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে থাকেননি। এই বিয়েকে বাতিল ঘোষণা করার আবেদন জানিয়ে পারিবারিক আদালতে দ্বারস্থ হয়েছিলেন কৌশল। কিন্তু ফ্যামিলি কোর্ট তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয়। এরপর গুজরাত হাইকোর্টে আবেদন জানান কৌশল। হাইকোর্টের বিচারপতি হৈলেশ ভোরা এবং বিচারপতি আরটি ভাচারি ডিভিশন বেঞ্চ ফ্যামিলি কোর্টের রায় খারিজ করে দেয়। বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, অগ্নিকে সাক্ষী রেখে তার চারদিকে বর-কনে সাত পাকে বাঁধা পড়েন। এই সংস্কার বিয়েকে আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং আইনি মর্যাদা দেয়। আদালতে কৌশল জানান, এই বিয়ের কথা তিনি কিছুই জানতেন না। নিজেকে স্ত্রী বলে দাবি করা ওই মহিলা তাঁর বাবা-মায়ের কাছে গিয়ে নিজেকে স্ত্রী বলে জানিয়েছেন। দাবির সমর্থনে বিয়ের গংসাপত্র দেখিয়েছেন। তাঁর দাবি,

কৌশলের সঙ্গে তাঁর আইনি বিয়ে হয়েছে তখন এই বিয়ের বিষয়টি জানতে পারেন কৌশল । এদিকে ব্রিটেন-বাসী কৌশলে দাবি, তিনি ওই মহিলার সঙ্গে কোনও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি । বিয়ের কোনও আচার-পালন বা অনুষ্ঠান- কিছু হয়নি । এমনকি তাঁরা দু'জনে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করেননি । কৌশলের অভিযোগ, ওই সংশ্লিষ্টপক্ষে তাঁর যে স্বাক্ষর স্বাক্ষর করার হয়েছে, তা ভুলো । তিনি তাঁর স্বাক্ষর ব্যবহারের অনুমতি দেননি । তাই বিয়ে খারিজ করা হোক । এই মামলায় হাইকোর্ট উল্লেখ করে, বিবাদী পক্ষ মহিলার দ্বিধাহীনভাবে ফ্যামিলি কোর্টে স্বীকার করেছেন, তাঁদের এই বিয়েতে কোনও আচার-অনুষ্ঠান হয়নি । হিন্দু রীতি-নীতি মানা হয়নি । তাঁরা কখনও স্বামী-স্ত্রীর মতো একসঙ্গে থাকেননি বা সেই সম্পর্ক ছিল না তাঁদের মধ্যে । এই ক্ষেত্রে ফ্যামিলি কোর্ট আবেদনকারী কৌশলের আবেদন খারিজ করে ভুল করেছে । এইক্ষেত্রে হিন্দু বিবাহ আইনের ৭ নম্বর ধারার কথা উল্লেখ করে বিচারপতি ইলেশ ভোরা এবং বিচারপতি আরটি ভাচারনি ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, হিন্দু বিয়ে সম্পন্ন করতে হলে আচার-রীতি নীতি মানতে হবে এবং অনুষ্ঠান করতে হবে । তাই তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন না । তাই কৌশল সোনারের মামলার ক্ষেত্রে এরকম কোনও আচার-অনুষ্ঠান হয়নি । হিন্দু বিয়ের একেবারে প্রাথমিক ও আবশ্যিক ধাপ এখানে হয়নি । অতএব, এই বিয়ে বৈধ নয় । আদালত আরও বলে, "চিরায়ত হিন্দু রীতিতে স্ত্রীকে স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী বলে গণ্য করা হয় । বিবাহে সমান অংশীদারিত্ব তাঁরও । হিন্দু বিবাহ আইনে বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন বা সংস্কার । নতুন পরিবারের ভিত্তি স্থাপন করে ।

ডক্টরস ডে-তে শতাধিক রোগীর পাশে
ডা. অজয় পোদ্দার ।তিনি জানান
আগে চিকিৎসক পরে মন্ত্রী



পূরভাত বাংলা: কাজল মিত্র
দুই দুটি মন্ত্রী পদে থাকাকালীন নিজের
পশা যা সব সেবার উর্ধে সেই
চিকিৎসা কাজ তিনি আজও ভুলে যাননি
প্রশাসনিক দায়িত্বের ব্যস্ততার মাঝেও
তিনি চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন সময়
পেলেই । এমনই ছবি ধরাপড়ল
আমাদের ক্যামেরায় । জাতীয়
চিকিৎসক দিবস (ডক্টরস ডে)উপলক্ষে
মানবসেবার সেই অঙ্গীকারকে আরও
একবার বাস্তবে রূপ দিলেন পশ্চিমবঙ্গ
লরকারের পিডব্লিউডি ও পিএইচই
দফতরের মন্ত্রী তথা কুলটির বিজেপি
বধায়ক এবং চিকিৎসক ডা. অজয়
পাদার।এদিন তাঁর উদ্যোগে একটি
বৃহৎ বিনামূল্যের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের
আয়োজন করা হয়, যেখানে শতাধিক
রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং
প্রয়োজন অনুযায়ী বিনামূল্যে ওষুধ
বিতরণ করা হয়।প্রখ্যাত চিকিৎসক ও

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডা.
বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও প্রয়াণ দিবস
উপলক্ষে পালিত জাতীয় চিকিৎসক
দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে ডা. পোদ্দার
বলেন, চিকিৎসা শুধুমাত্র একটি পেশা
নয়, এটি মানবসেবার এক মহান ব্রত
মানুষের সেবাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য
মন্ত্রী হওয়ার পরও সেই দায়িত্ব থেকে
তিনি সরে আসেননি। প্রশাসনিক
ব্যস্ততার ফাঁকে যখনই সময় পান
তখনই রোগীদের চিকিৎসা
করেন। জাতীয় চিকিৎসক দিবসে ডা.
অজয় পোদ্দারের এই উদ্যোগ ও বাস্তব
আবারও প্রমাণ করল, পদ বা ক্ষমতা
চেয়ে মানুষের সেবা তাঁর কাছে অনেক
বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রীত্বের ব্যস্ততা
মাঝেও স্টেথোস্কোপ হাতে রোগী
পাশে দাঁড়ানোই তাঁর কাছে প্রকৃত
জনসেবার পরিচয়।

আইসিডিএস-এ চাকরির টোপ! প্রতারণার অভিযোগে ধৃত তৃণমূল নেত্রী-সহ দুই

সুপ্রভাত বাংলা: সৌরভ নক্ষর গঙ্গাসাগর আইসিডিএস-এ চাকরির টোপ! প্রতারণার অভিযোগে ধৃত তৃণমূল নেত্রী-সহ দুইদক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরে আইসিডিএস কেন্দ্রে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল সাগর থানার পুলিশ। বুধবার একটি নির্দিষ্ট মামলার ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ এই দুজনকে পাকড়াও করে। ধৃতদের মধ্যে একজন হলেন গঙ্গাসাগরের কালীবাজার এলাকার বাসিন্দা আমিনা বেগম। তিনি পেশায় একজন আইসিডিএস কর্মী এবং সাগর ব্লকের আইসিডিএস-এর তৃণমূলপন্থী সংগঠনের নেত্রী। অন্যজন হলেন রায়দিঘির মধুসূদনচক্রে বাসিন্দা রাজকুমার গোস্বামী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজকুমার নিজেকে আইসিডিএস-এর ‘জেলা সমন্বয়কারী’ হিসেবে পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিলেন। অভিযোগ, চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে বড় অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেওয়া হতো। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বুধবার পুলিশ এদের গ্রেফতার করে এবং এদিনই তাদের কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তকারী পুলিশ অফিসারদের দাবি, অভিযুক্তদের কাছ থেকে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত প্রমাণ, গোপন নথিপত্র এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধারের জন্য তাদের পুলিশি হেফাজতে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেই আর্জি জানিয়েই তাদের

আদালতে তোলা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং প্রতারণার জাল কতদূর বিস্তৃত, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে পুলিশ তা জানার চেষ্টা করছে। এই ঘটনায় স্থানীয় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।



দীর্ঘ দুই বছর ধরে সহবাস জানাজানি হতেই অপমানে আত্মঘাতী যুবতী

সুপ্রভাত বাংলা: নিজস্ব প্রতিনিধি বসিরহাট:লাভ জিহাদের বলি যুবতী ক্ষোভে ফুঁসছে পরিবার থানায় অভিযোগ দায়ের তদন্তে পুলিশ বসিরহাটের হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদরপুর গ্রামের ঘটনা পরিবার সূত্রে জানা যায় বছর ১৮র ইশিকা দাসের সঙ্গে পরিচয় হয় মাটিয়া থানার অন্তর্গত গাংআটি আমটোনা গ্রামের বাসিন্দা আসিক মণ্ডলের সঙ্গে, দীর্ঘদিন ওই যুবক নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিয়ে নিজের ধর্ম গোপন করে ছদ্মবেশে প্রেম করে যুবতীর সঙ্গে দীর্ঘ দুই বছর ধরে একাধিকবার সহবাস করেন তারপর বিষয়টি জানাজানি হতেই যুবতীর অক্লীল ছবি দেখিয়ে চলে প্রতারণা তারপর ওই বিপদে অপমানে দীর্ঘদিন বাড়ির বাইরে বেরোতেন না গতকাল দুপুরে প্রতিদিনের মতো ঘরে ঘুমাতো গিয়েছিলেন তারপর দীর্ঘক্ষণ না বোরোনায়ে সন্ধ্যা বেলা সন্ধ্যা আরতি দেওয়ার সময় তার মা ডাকাডাকি করেন তারপরে জানতে পারেন তাদের মেয়ে ঘরের মধ্যে শাড়ি দিয়ে ঝুলে রয়েছেন তৎক্ষণাৎ ওই যুবতীকে উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যরা হাড়োয়া গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ইতিমধ্যে ওই যুবকের বিরুদ্ধে হাড়োয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন যুবতীর বাবা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন তাদের কন্যা লাভজিহাদের শিকার অবিলম্বে ওই যুবককে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। ওই যুবতীর অকাল মৃত্যুতে পরিবারের পাশাপাশি এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।



বার্ণপুর ঠিকাদার মজদুর সংঘ (বিএমএস)-এর নেতৃত্বে নতুন ওয়েজ কোড (New Wage Code) কার্যকর করার দাবিতে ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনার (Dy. CLC) দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচিআজ বার্নপুর ঠিকাদার মজদুর সংঘ (বিএমএস)-এর নেতৃত্বে সেল-আইএসপি (SAIL-ISP)-এর শত শত ঠিকাদারিভিত্তিক শ্রমিক ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনার (Dy. CLC)-এর দপ্তরের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ করে দ্রুত নতুন ওয়েজ কোড কার্যকর করার জোরালো দাবি জানান। এই উপলক্ষে প্ল্যাটের বিভিন্ন বিভাগের প্রায় ২,০০০-এরও বেশি ঠিকাদারিভিত্তিক শ্রমিকের অংশগ্রহণে পরিচালিত ব্যাপক গণস্বাক্ষর অভিযান (Mass Signature Campaign)-এর স্বাক্ষরসম্মিলিত আবেদনপত্রও আজ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দেওয়া হয় ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনার শ্রী এস. সি. সাহুর সামনে ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা ঠিকাদারিভিত্তিক শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা এবং নতুন ওয়েজ কোড দ্রুত কার্যকর করার দাবি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। উল্লেখ্য, গত মাসে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে বিএমএস কার্যালয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়াও ফ্লাইওভার গেটের সামনে হাজার হাজার শ্রমিক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তাঁদের দাবিগুলি জোরালোভাবে উত্থাপন করেছিলেন। ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনার আশ্বাস দেন যে, বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে খুব শীঘ্রই সেল-আইএসপি কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বার্নপুর ঠিকাদার মজদুর সংঘের সভাপতি শ্রী মহেশ ব্যানার্জী, সাধারণ সম্পাদক শ্রী সঞ্জিত প্রসাদ, বার্নপুর ইন্সপাত কর্মী সংঘ (BIKS)-এর সভাপতি শ্রী অজয় সিং, জেলা সভাপতি শ্রী বিজয় কুমার, শ্রী শ্রীকান্ত সাহা, শ্রী অমিত সিং, শ্রী সন্তোষ ব্যা, শ্রী প্রভাত কুমার, শ্রী রবি রজক, শ্রী মিথিলেশ সিং-সহ শত শত ঠিকাদারিভিত্তিক শ্রমিক।



গঙ্গাসাগরে নতুন বিধায়ক সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল



সুপ্রভাত বাংলা: সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পরিষেবা পৌঁছে দিতে এবার গঙ্গাসাগরের চৌরঙ্গী মোড়ের কাছে চালু হলো ‘বিধায়ক সেবা কেন্দ্র’। বুধবার সন্ধ্যায় মহাসমারোহে এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন সাগর বিধানসভার নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল। উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সাগর কেন্দ্রে প্রাক্তন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজারাকে পরাজিত করে জয়লাভ করেন বিজেপি প্রার্থী সুমন্ত মণ্ডল। বিধায়কের বাড়ি নামখানা ব্লকে হওয়ায়, সাগরদ্বীপের বাসিন্দাদের সুবিধার্থে এবং দ্রুত পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে চৌরঙ্গী মোড়ে এই অফিসটি খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বুধবার সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফিতা কেটে কার্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল। এরপর উপস্থিত দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মিষ্টিমুখ করিয়ে তিনি শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। উল্লেখনীয় অনুষ্ঠানে বিধায়ক জানান, এই সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে এখন থেকে সাগর বিধানসভার মানুষ তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও সরকারি পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে সরাসরি সহায়তা পাবেন। এলাকার মানুষের সুবিধার্থেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

চুঁচুড়া রবীন্দ্র ভবনে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার যোজনার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত



সুপ্রভাত বাংলা: হুগলি, প্রতিনিধি: রাজকুমার প্রসাদ হুগলির চুঁচুড়ার রবীন্দ্র ভবনে আজ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার যোজনা উপলক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলার জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরী, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার যাদব, মহকুমা শাসক (এসডিও) সহ জেলার বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিক এবং কর্মীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার যোজনার বিভিন্ন দিক, উপভোক্তাদের সুবিধা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উপস্থিত প্রশাসনিক আধিকারিকরা সরকারি পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে আরও দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে পৌঁছে দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠিতে বিভিন্ন স্তরের সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের উপস্থিতি কর্মসূচিকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার যোজনার সফল বাস্তবায়নে প্রশাসনের সমন্বিত ভূমিকার ওপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মেট্রোর পিলারে ধাক্কা মৃত্যু ১

সুপ্রভাত বাংলা: রুবি মোড়ের মাঝামাঝি এলাকায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক অ্যাপ-ভিত্তিক মোটরবাইক চালকের। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন বাইকের মহিলা যাত্রীও। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভোরবেলা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ভোর প্রায় ৫টা নাগাদ এক অ্যাপ-ভিত্তিক মোটরবাইকে মহিলা যাত্রীকে নিয়ে কালিকাপুর মোড়ের দিক থেকে রুবির দিকে যাচ্ছিলেন চালক শেখ শাহনাওয়াজ (৩০)। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, দ্রুত গতিতে চলার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এরপর বাইকটি সজোরে ধাক্কা মারে মেট্রো রেলের একটি পিলারে। সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই প্রবল ছিল যে বাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং চালক ও যাত্রী দু'জনেই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা এবং টহলরত পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। গুরুতর জখম অবস্থায় দু'জনকে এমআর বাড়ুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা শেখ শাহনাওয়াজকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত মহিলা যাত্রীর চিকিৎসা চলছে। তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর চিকিৎসকদের নজর রয়েছে। ঘটনার পর দুর্ঘটনাগ্রস্ত মোটরবাইকটি উদ্ধার করে পুলিশ। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অতিরিক্ত গতি, চালকের নিয়ন্ত্রণ হারানো নাকি অন্য কোনও কারণ—সবদিকই তদন্ত করে দেখছেন তদন্তকারীরা। আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ইএম বাইপাসে অতিরিক্ত গতির কারণে দুর্ঘটনার ঘটনা নতুন নয়। বিশেষ করে ভোরের দিকে যানবাহনের চাপ কম থাকায় অনেক চালকই নির্ধারিত গতিসীমা অতিক্রম করেন বলে অভিযোগ। সেই বেপরোয়া গতিই ফের একটি তরতাজা প্রাণ কেড়ে নিল বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে আহত মহিলার বক্তব্যও নথিভুক্ত করা হবে বলে জানা গিয়েছে। তদন্তের পরই দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে মনে করছে পুলিশ।

লক্ষাধিক টাকা লুট! বনগাঁয় গ্রেফতার প্রাক্তন পুরপ্রধানের ভাই



সুপ্রভাত বাংলা: ক্যাশবান্ড থেকে নগদ ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা লুটের অভিযোগে গ্রেফতার হলেন বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান শংকর আঢ্যের ভাই তথা তৃণমূল নেতা মলয় আঢ্য। মঙ্গলবার গভীর রাতে বনগাঁর শিমুলতলা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বুধবার তাঁকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বনগাঁ শহরের মতিগঞ্জ বাজারে ব্যবসায়ী নিতাই দাসের একটি আবাসিক হোটেলে ও পানশালা রয়েছে। অভিযোগ, রবিবার গভীর রাতে দলবল নিয়ে সেখানে ঢোকেন মলয় আঢ্য। হোটেলের কর্মীদের হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। হামলায় গুরুতর জখম হন ব্যবসায়ীর ছেলে। তিনি এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে পরিবারের দাবি। অভিযোগ আরও, হামলার সময় ক্যাশবান্ড থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। ঘটনার পর সোমবার বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নিতাই দাসের মেয়ে তপস্বী দাস। অভিযোগপত্রে মলয় আঢ্য-সহ একাধিক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজও পুলিশের হাতে তুলে দেন অভিযোগকারী। তপস্বীর দাবি, "আমার বাবা গত ৩০ বছর ধরে সততার সঙ্গে ব্যবসা করছেন। কোনও দিন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠেনি। অথচ পরিকল্পনা করে আমাদের হোটেলে হামলা চালানো হয়েছে। আমার ভাইকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। ক্যাশবান্ড থেকে নগদ টাকা লুট হয়েছে। আমরা চাই, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।" অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, ফুটেজে গোলমালের ঘটনায় মলয় আঢ্যের উপস্থিতির প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে। এরপরই মঙ্গলবার রাতে তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। বনগাঁ পুলিশ জেলার এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, "মলয় আঢ্যের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ-সহ বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। অন্য অভিযুক্তদের খোঁজেও তল্লাশি চলছে।"রাজনৈতিক মহলেও ঘটনাটি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। মলয় আঢ্য বনগাঁর প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা শংকর আঢ্যের ভাই। অতীতে পুরসভা নির্বাচনে প্রার্থী হলেও তিনি জয়ী হতে পারেননি। শংকর আঢ্য নিজেও রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং পরে জামিনে মুক্তি পান। সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর মেয়ে স্বাত্ত্বপর্ণা আঢ্য বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হলেও বিজেপির স্বপন মজুমদারের কাছে পরাজিত হন। মলয় আঢ্যের গ্রেফতারির ঘটনায় বনগাঁর রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তবে অভিযোগের বিষয়ে ধৃত বা তাঁর পরিবারের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তদন্ত শেষেই গোটা ঘটনার প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে জ্বলল বাস, মৃত আট



রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা বৃদ্ধিতে উদ্যোগী কেন্দ্র

সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিবিড় পরামর্শের মাধ্যমে, বাংলার উপযুক্ত ভূখণ্ডে বাঘের পুনঃপ্রবর্তনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য প্রচেষ্টা চলছে। যা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত নিরাপত্তা উভয়কেই শক্তিশালী করবে। এই সাফল্য একটি বৃহত্তর জাতীয় রূপান্তরের অংশ।” তিনি আরও বলেন, “2014 সাল থেকে ভারতে বাঘ সংরক্ষণাগারের সংখ্যা 47 থেকে বেড়ে 58 হয়েছে। যা দেশের সংরক্ষণ নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করেছে। 2015 সালে এশীয় বাঘের সংখ্যা 523 থেকে বেড়ে 2026 সালে 891 হয়েছে। যা নিবন্ধ সংরক্ষণ প্রচেষ্টার কার্যকারিতার প্রতিফলন।” রামসার সাইটের সংখ্যাও বিপুল হারে বেড়েছে বলে তিনি দাবি করেন। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সুন্দরবনে বিপুল সংখ্যক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের অন্যান্য অংশ এই প্রজাতির বাঘের সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও জলবায়ু মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। মঙ্গলবার ধনধান্য স্টেডিয়ামে জেডএসআই (জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া) 111তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও জলবায়ু মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। সেখানেই তিনি এই দাবি করেন। নিজের সংসদীয় এলাকার উদাহরণ টেনে মন্ত্রী বলেন, “নষ্ট হতে থাকা বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার, গ্রিন ক্রেডিট প্রোগ্রাম, অথবা জীববৈচিত্র্য পূর্ববেক্ষণ এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার, ভারত এমন এক উন্নয়নের মডেল হয়ে উঠেছে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই। সংরক্ষণের প্রতি ভারতের অঙ্গীকার কেবল আমাদের নীতিতেই নয়, পরিমাপযোগ্য ফলাফলের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়।” তিনি আরও বলেন, “গত সপ্তাহেই আমরা সারিস্কায সফলভাবে বাঘ পুনঃপ্রবর্তনের 18 বছর পূর্তি উদযাপন করেছি। এই ভূখণ্ডটি আমার হৃদয়ের খুব কাছের।



কারণ, এটি আমার সংসদীয় দায়িত্বের আওতায় পড়ে। আজ সারিস্কা একটি শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে যে, কোনও বাঘ না থাকা অবস্থা থেকে টেকসই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকার কী অর্জন করতে পারে। এই অভ্যারণ্যটিতে এখন 56টি বাঘের আবাসস্থল, যা এটিকে ভারতের অন্যতম অনুপ্রেরণামূলক সংরক্ষণ সাফল্যের গল্পে পরিণত করেছে।” এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেডএসআই এবং বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (বিএসআই) দ্বারা যৌথভাবে সংকলিত ‘অ্যানিমেল ডিসকভারিজ-2025’ এবং ‘প্ল্যান্ট ডিসকভারিজ-2025’ প্রকাশ করেছেন। ‘অ্যানিমেল ডিসকভারিজ-2025’ থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় ডেটাবেসে 709টি নতুন প্রাণীর রেকর্ড যুক্ত হয়েছে। যার মধ্যে বিজ্ঞানের দিক সম্পূর্ণ নতুন 483টি প্রজাতি এবং ভারতে প্রথমবারের মতো নথিভুক্ত 226টি প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর ফলে, ভারতের মোট প্রাণী জীববৈচিত্র্য এখন 1 লক্ষ 5 হাজার 953 প্রজাতিতে দাঁড়িয়েছে। যা বিশ্বের অন্যতম প্রধান মেগাডাইভার্স দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। নতুন আবিষ্কারের আঞ্চলিক বিভাজন: রাজ্য অনুযায়ী নিবন্ধিত নতুন প্রজাতির সংখ্যা -

কেরালা 98 (দেশব্যাপী সর্বোচ্চ), পশ্চিমবঙ্গ 76, কর্ণাটক 67 ও অরুণাচল প্রদেশ 65. এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পেপার, বই উন্মোচন করেন। যার মধ্যে রয়েছে:

- অ্যাবস্ট্রাক্ট বুক: অ্যানিমেল ট্যাক্সোনমি সামিট 2026 (দ্বিভাষিক: ইংরেজি ও হিন্দি)
- রেকর্ডস অফ দ্য জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (বিশেষ সংখ্যা: এটিএস 2026)
- ফনা অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল
- জীব দর্পণ
- ফনাল ডাইভারসিটি অফ ড্রাই ডেসিডুয়াস ফরেস্টস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল
- ফনাল ডাইভারসিটি অফ প্রোটেক্টেড এরিয়াস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল (বেথুয়াডহরি, বিভূতিভূষণ, রামনবাগান, বঙ্গভূপুর এবং রায়গঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য-সহ) উল্লেখ্য, জেডএসআই ভারত সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের অধীনে পরিচালিত হয়। যা 1916 সালে প্রতিষ্ঠিত। যার সদর দফতর কলকাতায়। প্রাণীজগতের গবেষণার জন্য দেশের প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে, জেডএসআই শ্রেণিবিন্যাসগত অগ্রগতিকে চালিত করে চলেছে।

কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ ফলতায়

সুপ্রভাত বাংলাঃ নিজস্ব সংবাদদাতা, সরকারি আবাস প্রকল্পের উপভোক্তাদের তালিকায় একাধিক অসংগতি ধরা পড়ায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে প্রকল্পের স্বচ্ছতা এবং প্রশাসনিক ভূমিকা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরব হয়েছেন ফলতার বিধায়ক দেবাংশু পাভা। তিনি বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও করেছেন। বিধায়কের অভিযোগ, দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মজলিশপুর এলাকায় আবাস প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তালিকায় গুরুতর গরমিল রয়েছে। তথ্য জানার অধিকার আইনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা সরকারি নথি খতিয়ে দেখেই এই বিক্ষোভক তথ্য সামনে এসেছে বলে দাবি তাঁর। অভিযোগ অনুযায়ী, বহু প্রকৃত উপভোক্তার নাম তালিকায় নেই। অথচ, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে পাকা বাড়ির আশায় সরকারি সাহায্যের অপেক্ষায় রয়েছেন, তাঁদের অনেকের নামই বাদ পড়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর, উপভোক্তাদের তালিকার একাধিক স্থানে প্রকৃত নামের পরিবর্তে ‘ZZZ’ অথবা ‘FFF’-এর মতো শ্রেফ কিছু অক্ষর লেখা রয়েছে। সরকারি তালিকায় এ ধরনের নাম কীভাবে অন্তর্ভুক্ত হল, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। এই ধরনের নাম দেখে অনেকেই মনে করছেন, ভুলো পরিচয় ব্যবহার করে সরকারি টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা হয়েছে। বিধায়ক দেবাংশু পাভার বক্তব্য, এটি নিছক প্রশাসনিক ভুল বলে ধরে নেওয়া কঠিন। তাঁর মতে, এত বড় প্রকল্পে এই ধরনের গরমিল অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং এর পিছনে সুপরিচালিত দুর্নীতির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তিনি বলেন, “যদি প্রকৃত উপভোক্তাদের বাদ দিয়ে ভুলো নাম দেখিয়ে টাকা তোলা হয়ে থাকে, তাহলে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। কারা এর সঙ্গে যুক্ত, তা খুঁজে বের করা জরুরি। স্থানীয়দের অভিযোগ, আবাস প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল গৃহহীন ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে মাথা গোঁজার স্থায়ী ঠিকানা করে দেওয়া। কিন্তু বাস্তবে বহু দরিদ্র পরিবার এখনও কাঁচা বা ভাঙচোরা বাড়িতে বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। অন্যদিকে সরকারি তালিকায় সন্দেহজনক নাম উঠে আসায় স্কেভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা কুন্তল মজুমদার জানান, গ্রামের বহু পরিবার বছরের পর বছর আবাসের জন্য আবেদন করে অপেক্ষা করছেন। অথচ তাঁদের অনেকের নাম তালিকায় নেই।

পাসপোর্ট-কাণ্ডে রাজাগোপাল



সুপ্রভাত বাংলাঃ পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশনও আটকে যেতে পারে ? এই প্রশ্নই এখন জাতীয় স্তরে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু । দ্য টেলিগ্রাফ এর প্রাক্তন সম্পাদক আর. রাজাগোপালের অভিযোগ, এসআইআর-এ নাম বাদ যাওয়ার পরই কার্যত থমকে যায় তাঁর পাসপোর্ট নবীকরণের প্রক্রিয়া । শুধু তাই নয়, সেই জটিলতার কারণে সম্প্রতি আমেরিকায় একমাত্র মেয়ের বিয়েতেও উপস্থিত থাকতে পারেননি তিনি । দীর্ঘ টালবাহানা এবং জাতীয় স্তরে বিতর্ক, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে কেরালার মুখ্যমন্ত্রীর ফোন এবং অবশেষে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ নড়েচড়ে বসলেও, রাজাগোপালের দাবি, শুধু তাঁর পাসপোর্টের সমাধান হলেই হবে না, এসআইআর এবং পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের মধ্যে আদৌ কোনও আইনি যোগ রয়েছে কি না, সেই নীতিগত প্রশ্নেরও স্পষ্ট উত্তর দিতে হবে প্রশাসনকে । এ ব্যাপারে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) ধ্রুবজ্যোতি দে ইটিভি ভারত-কে জানিয়েছেন, “বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনেই দেখা হচ্ছে । যত দ্রুত সম্ভব সমস্যার সমাধান করা হবে । পাশাপাশি আবেদনকারীরা যাতে তাঁদের কোনও দোষ না থাকা সত্ত্বেও কোনও বিরূপ পরিস্থিতির শিকার না হন, সেটাও নিশ্চিত করা হবে ।” ঘটনার মোড় ঘুরেছে রাজাগোপালের বক্তব্যে । মঙ্গলবার সন্ধ্যে ইটিভি ভারত-কে তিনি বলেন, "আমি 2026 সালের ফেব্রুয়ারিতে পাসপোর্ট নবীকরণের আবেদন করি । মার্চ মাসে এসআইআর এর সময় ভোটার তালিকা থেকে আমার নাম বাদ যায় । তারপর মে মাস থেকে হয়রানি শুরু হয় । কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে আমাকে জানানো হয়, ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন করা যাবে না ।

আখতার খবর

হরমনপ্রীতকেই অধিনায়ক বেছে এশিয়াডে যাচ্ছে ভারত



সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ

অস্ট্রেলিয়ার কাছে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ হারায় বিদায় নিশ্চিত হয়েছে হরমনপ্রীত কৌর অ্যাড কোম্পানির । বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার আটচাল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই অবশ্য এশিয়ান গেমসের স্কোয়াড ঘোষণা করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড । বিশ্বকাপে বিপর্যয়ের পরও হরমনের কাঁধেই এশিয়ান গেমসের দায়িত্ব সঁপে দিল বিসিসিআই । আগামী সেপ্টেম্বরে জাপানের আইচি-নাগোয়ায় অনুষ্ঠিত হবে 2026 এশিয়ান গেমস । সেই প্রতিযোগিতার জন্য 15 সদস্যের দল ঘোষণায় প্রয়াশামতো হরমনপ্রীতের ডেপুটি করা হল ওপেনার স্মৃতি মক্ষনা । উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতার ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে এশিয়ান গেমসে অংশ নেবে ভারতের প্রমিলা ব্রিগেড । বিসিসিআই'য়ের তরফে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "মহিলা দলের নির্বাচক কমিটি আসন্ন 2026 এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতীয় দল বেছে নিয়েছে । ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করবে তারা । চিনের গুয়াংঝৌ'য়ে এশিয়ান গেমসের গত সংস্করণে সোনা জিতেছিল মহিলা ক্রিকেট দল ।" 19তম এশিয়ান গেমসে পড়শি শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সোনা জিতেছিল ভারতের মহিলা দল । সেই স্বর্ণপদক ধরে রাখার লক্ষ্যেই জাপানের মাটিতে নামবেন হরমনরা । সম্প্রতি বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ডান-পায়ের গোড়ালিতে চোট পেয়ে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন শ্রোয়াক্ষা পাতিল । তবে অলরাউন্ডারকে রেখেই ঘোষিত হল এশিয়ান গেমসের স্কোয়াড । যদিও তাঁর অংশগ্রহণ নির্ভর করছে ফিটনেসের উপর । তাছাড়া বিশ্বকাপের স্কোয়াডে মাত্র একটি পরিবর্তন করে এশিয়াডে যাচ্ছে ভারতীয় দল । যন্তিকা ভাটিয়ার পরিবর্তে সুযোগ পেয়েছেন জি কমলিনী । ইংল্যান্ডের মাটিতে চলতি বিশ্বকাপে 50 ওভারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দলের শুরুটা ভালোই হয়েছিল । চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে অভিযান শুরুর পর দ্বিতীয় ম্যাচে ডাচ'দের হারিয়েছিল 'উইমেন ইন ব্লু' । তবে তৃতীয় ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে সেমির অঙ্ক জটিল করে ফেলে তারা । চতুর্থ ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ফের জয়ে ফিরলেও শেষ ম্যাচে অর্জি'দের বিরুদ্ধে ভারতকে জিততেই হত । কিন্তু ছয় উইকেটে হেরে বিদায় নিশ্চিত হয় হরমনপ্রীত কৌর অ্যাড কোম্পানির । হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়িকা), স্মৃতি মক্ষনা (সহ-অধিনায়িকা), শেফালি বর্মা, জেমিমা রড্রিগেজ, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ (উইকেটেরক্ষক), জি কমলিনী (উইকেটেরক্ষক), ভারতী ফুলমালি, শ্রী চরণি, রেণুকা সিং ঠাকুর, ক্রান্তি গৌড়, অরুন্ধতী রেড্ডি, শ্রোয়াক্ষা পাতিল (অংশগ্রহণ নির্ভর করছে ফিটনেসের উপর), রাধা যাদব, নন্দনী শর্মা ।

সুইডেনকে গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপে ফরাসি বিপ্লব



বিশ্বকাপে সময় যত গড়াচ্ছে দুর্ধর্ষ ফুটবলে বিশ্বকাপে রং ছড়াচ্ছে ফ্রান্স । রাউন্ড অব বত্রিশে সুইডেনকে 3-0 গোলে হারাল দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা । জোড়া গোল কিলিয়ান এমবাপের । একটি গোল বারকোলার । তবে ম্যাচের নায়ক ওলিসে । পুরো ম্যাচকে দক্ষ রিংমাস্টারের মত নিয়ন্ত্রণ করলেন তিনি ।